দৈনিক
ইত্তেফাক

21 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে শিক্ষা?

শিক্ষার বুঝি আর রক্ষা নেই!

জসীম জোশী ॥ সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগ ও একটি ইনস্টিটিউটে নাইট শিফটে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাস্টার্স কোর্স চালু নিয়ে বিতর্ক চলছে। কর্তৃপক্ষ বলছে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার তথা অধিকসংখ্যক মেধাবীকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া ও পেশাজীবীদের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যে তাঁরা এ কোর্স চালু করছে। অন্যদিকে ছাত্ররা বলছে, এমনিতে শিক্ষকরা নির্ধারিত কোর্স শেষ করতে পারেন না, ক্লাস রুমসহ শিক্ষার মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অভাব সেখানে ডাবল শিফট চালু ঢাবি'র শিক্ষার মানদণ্ডই ভেঙে দিবে। শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দেখা দিবে নৈরাজ্য আর অব্যবস্থাপনা এবং এটি একটি বাণিজ্যিক পরিকল্পনা।

আসলে হচ্ছেটা কি?

গত বছর ঢাবি'র কর্তৃপক্ষ নাইট শিফট চালুর উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু সে সময়ে ছাত্রদের প্রতিবাদ বিক্ষোভের মুখে সিদ্ধান্তটি স্থগিত হয়ে যায়। তখন সব বিভাগে একসাথে চালু না করে আলাদাভাবে বিভাগ ওয়ারি তা চালু হচ্ছে। ইতিমধ্যে সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট নাইট শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে তথ্য বিজ্ঞান ও লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা বিভাগে নাইট শিফট চালুর বিষয়টি প্রস্তাব আকারে এসেছে। কমার্স ফ্যাকাল্টিতে গত বছরই প্রায় লাখ টাকার বিনিময়ে এক্সিকিউটিভ এম. বিএ নামে এ কোর্স চালু হয়।

কেন ছাত্রদের প্রতিবাদ.....

এইচ কে এস আরেফিন ছাত্রদের সমর্থন করে বলেন, "অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষার সুযোগ দিলেই তারা প্রকৃত শিক্ষা পাবে তা নয়। নাইট শিফট চালু না করে বরং বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা দরকার। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় বিপণন কেন্দ্র নয়। শিক্ষা কেনা-বেচার পণ্য নয় এটা জ্ঞান সৃষ্টির কেন্দ্র।"

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য....

ভি.সি অধ্যাপক এস.এম. এ ফায়েজ বললেন, "এ সম্পূর্ণ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবিত বিভাগ দুটি থেকে প্রস্তাব আসার পরে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেয়। তবে সব দিক বিবেচনা করে এটি বাস্তবায়ন করতে হবে। ভাল দিকগুলো ছাত্র-শিক্ষক সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। ছাত্ররা আমার কাছে এসেছিল আমি তাদের বলেছি শিক্ষকদের সাথে আলাপ করতে, যাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।" সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু তাহের বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনক্রমে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবু ছাত্ররা প্রতিবাদ করায় আমরা ১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করেছি। কমিটি সম্ভাব্যতা যাচাই করে রিপোর্ট দেওয়ার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিবো। এমন মূল ধারার ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আমি মনে করি না।"

ঢা.বি-তে নাইট শিফট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এখানে নাইট শিফট চালু হলে পড়াশোনার মান আরো নেমে যাবে বলে ছাত্রদের অভিমত

কারণ, তারা আশংকা করছে এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শিক্ষা চলে যাবে উচ্চবিত্তদের হাতে। তারা আশংকা করছে ক্রমান্বয়ে এটি সব বিভাগে চালু হবে এবং ছড়িয়ে পড়বে সারাদেশে। মধ্যবিত্তদের নাগালের বাইরে চলে যাবে উচ্চশিক্ষা। কেননা এটি একটি বাণিজ্যিক পরিকল্পনা কোচিং ব্যবসা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্র বলছিল, "আমাদের পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই। লাইব্রেরীতে বসার জায়গা নেই। মেডিকেলে ডাক্তার নেই। বাসে বাদুড়ঝোলা ঝুলতে হয় সেই অবস্থায় নাইট শিফট চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয় একটি বস্তিতে পরিণত হবে।" তবে ছাত্রদের বড় ভয় অন্য জায়গায়। বলছিল আরেক ছাত্র "শিক্ষকরা ব্যস্ত থাকেন কনসালটেন্সি আর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নিয়ে আবার সন্ধ্যায় নাইট শিফটের ক্লাস, তাহলে আমাদের কিভাবে পড়াবেন আর ক্লাসের প্রস্তুতিইবা কখন নিবেন। এছাড়া তারা বলছে- এতে দুই শিফটের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে যাবে। ওরা বেশী টাকা দিয়ে পড়বে বলে শিক্ষকদের তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ব্যবহার করে কোন ধরনের ব্যবসা তারা মেনে নিবে না। লক্ষণীয় ব্যাপার যে, কোন ছাত্রই প্রেসের কাছে নাম প্রকাশ করতে চাইছে না। তাদের ভয় এতে তাদের ক্ষতি হতে পারে।

কার কি অবস্থান......

ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান তো পরিষ্কার হলো। আর শিক্ষক? খুব কম শিক্ষকই বিরোধিতা করেন ডাবল শিফটের। উক্ত দুটি বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকের সাথে কথা বলতে গেলে উনারা মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তবে পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক লাইব্রেরী সাইন্সের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ হানিফ উদ্দিন কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি তবে তিনি বলেন, 'আমরা বৈঠকে বসছি, পরে এ ব্যাপারে আপনাদের জানাবো'। নাইট শিফট চালুর ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিভাগে যোগাযোগ করলে অনেকেই স্পষ্ট করে হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলেননি। ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাঃ শওকত হোসেন বলেন, 'এটা আমাদের কোন পরিকল্পনা নয়।' অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাঃ শামসুদ্দীন আহমদ বলেন, 'আমরা বিভাগে এ ব্যাপারে কথা বলেছি, কলিগরা কেউ এটা পছন্দ করেন না। সেহেতু আমাদের বিভাগে এটা চালুর সম্ভাবনা নেই।'

শেষ কথা.....

নাইট শিফট খাতের অর্জিত টাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পাবে ৩০% বাকী ৭০% সংশ্লিষ্ট বিভাগ ভাগ-বণ্টন করে নিবে। এই বিতর্ক যখন ঢাবি'তে চলছিল তখন একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী বললেন, ১৫/২০ টাকা দিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো সম্ভব নয়। তবে কি শিক্ষা শুধু লাভপতিদের জন্য! অথচ ঢাবিতে প্রতি মাসে প্রতি ছাত্রকে ভর্তি ফি, পরীক্ষা ফি বেতন বাবদ ৩-৫ হাজার টাকা খরচ করতে হয়। নাইট শিফট বিতর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা কয়েকটি টার্ম ব্যবহার করছে। যেমন- সার্টিফিকেট বিক্রি, বিভাগ বিক্রি, কোচিং সেন্টার, বাণিজ্যিক কেন্দ্র প্রভৃতি সাথে সাথে তারা দাবী তুলছে ঢাবিকে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত করে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর।